পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয়, তা তোমরা পড়েছো। তা কী করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদের প্রত্যেককেই পরিবেশ শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির আশেপাশে জঞ্জাল, ময়লা জল ইত্যাদি যাতে না জমে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ এই ময়লা জলে মশা-মাছিরা ডিম পাড়ে আর নানারকম জীবাণু জন্মায়। সম্ভব হলে, এইসব জায়গায় ব্লীচিং পাউডার, ফিনাইল, কেরোসিন প্রভৃতি ছড়াতে হবে।

বাড়ির দরজা-জানালা খুলে রাখতে হবে-যাতে আলো-বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে। ঘরে নিয়মিত আলো-হাওয়া যাতায়াত করলে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। বাড়ির কাছে গাছপালা লাগাতে হবে। কারণ, এই গাছেরাই আমাদের জীবন রক্ষা করে। গাছ দিনের বেলা খাদ্য তৈরি করার সময় বাতাস থেকে ক্ষতিকর কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে বাতাসে অক্সিজেন গ্যাস ছেড়ে দেয়। এইভাবে গাছ বাতাস শুদ্ধ রাখে. আমরা অক্সিজেন ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। এছাড়া, গাছ অন্যান্য দূষিত গ্যাসও শোষণ করে এবং বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা পাতার দু-পিঠে প্রচুর পরিমাণে জমিয়ে রেখে বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে। গাছ

মূলের সাহায্যে যে জল শোষণ করে, তার সবটা কাজে লাগে না। ঐ অতিরিক্ত জল কাণ্ড আর পাতার সাহায্যে বাইরে বার করে দেয়। তার ফলে বাতাস ঠাণ্ডা থাকে।

জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। আবার এই জলই সবচেয়ে বেশি সংক্রামক রোগ ছড়ায়। কাজেই জল; বিশেষ করে পানীয় জল, শুদ্ধ রাখা দরকার। পাতকুয়া আর টিউবওয়েলের ধারে কাছে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। পাতকুয়ার পাড় উঁচু করে বাঁধিয়ে দেওয়া উচিত। টিউবওয়েলের আশেপাশে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হলে ভালো হয়। কোনো-কোনো জায়গায়

পড়ে কী বুঝলে?

1. পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করার জন্য কী ছড়াতে হবে?
2. বাড়ির দরজা - জানালা খুলে রাখতে হবে কেন?
3. গাছ দিনের বেলা খাদ্য তৈরি করার সময় বাতাস থেকে কী শোষণ করে?

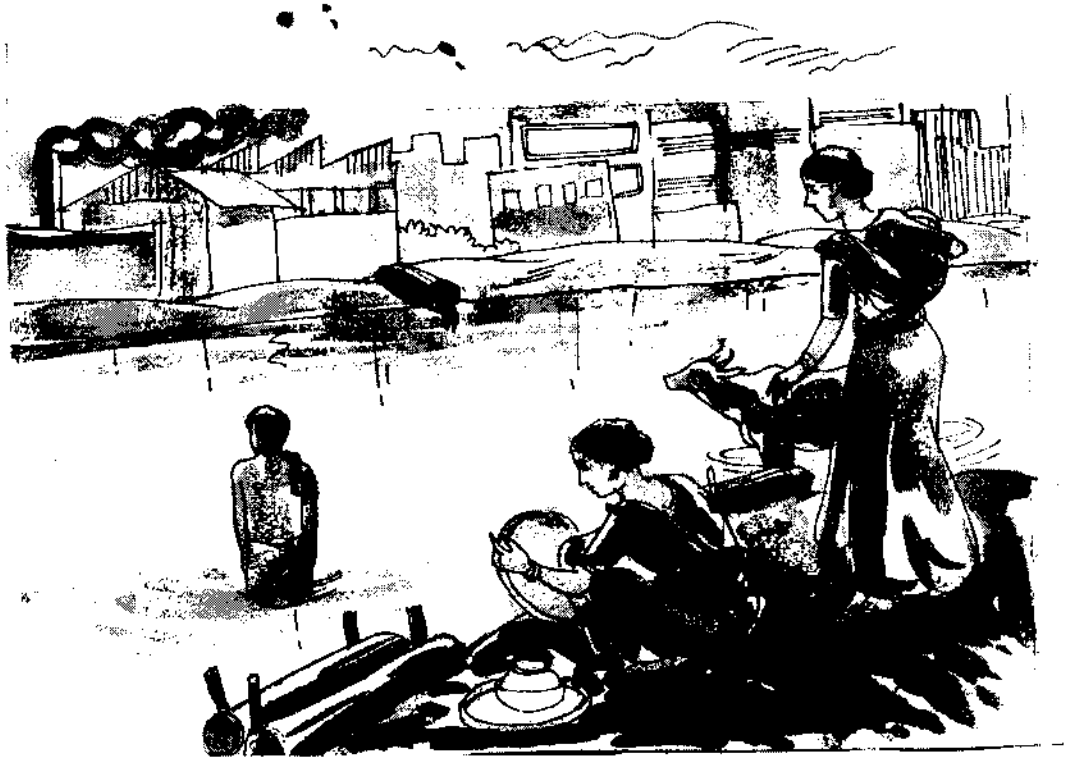

পুকুরের আর নদীর জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এইসব জল যাতে দূষিত না হয় তার চেষ্টা করতে হবে। পুকুরে ময়লা কাপড় কাচা বা সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়। জীবজন্তুকে জলে নামিয়ে স্নান করানোও ঠিক নয়। পুকুরের আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। পুকুরে কচুরিপানা আর অন্যান্য আগাছা জন্মাতে দেওয়া চলবে না। পুকুরের জল সারাদিন রোদ পেলে ভালো হয়। তাতে জল ভালো থাকে। সহজে দূষিত হয় না। বর্ষার সময় বৃষ্টির জলে ধুয়ে অনেক আবর্জনা পুকুরে বা নদীতে পড়ে। কাজেই ঐ সময় জল ফুটিয়ে পান করা উচিত। চাষের জমিতে কীটনাশক দ্রব্যগুলি বা রাসায়নিক সার খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। জমিতে দেবার আগে এইসমস্ত জিনিস ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি জেনে নিতে হবে। এই সব কীটনাশক বা সার যাতে বৃষ্টির জলে বা সেচের জলে ধুয়ে নিকটের নদীনালার জলে না মেশে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

গৃহপালিত জন্তুরাও আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। গোরু, ছাগল,

মোষ, হাঁস আর মুরগি আমাদের বাড়তি খাবার, আনাজের খোসা, ঘাস, ছোটো-ছোটো আগাছা খেয়ে আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখে। এ ছাড়া, চিল, শকুন প্রভৃতি ঝাড়ুদার পাখিরাও পচা জিনিস খেয়ে আমাদের আশপাশ পরিষ্কার রাখে।

ঘনবসতি অঞ্চলের লোকেদের নিয়মিত কিছু সময় খোলা জায়গায় বেড়ানো উচিত। এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। যদি বাড়িতে বাগান না থাকে তাহলে বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় টবে গাছ লাগানো যায়। বাড়ির মধ্যে কীটনাশক ওষুধ খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। কারণ,এইসব জিনিস শুধু পোকামাকড়ই ধ্বংস করে না, মানুষেরও ক্ষতি করে। এ ছাড়া, শব্দদূষণ রোধ করার জন্য পটকা, দোদমা প্রভৃতি বাজির ব্যবহার কমানো এবং একটানা উচ্চগ্রামে মাইক বাজনো বন্ধ করা উচিত।

পড়ে কী বুঝলে?

1. গাছ বাতাসে কোন গ্যাস ছাড়ে?
2. ঝাড়ুদার পাখিগুলির নাম বলো।
3. শব্দদূষণ রোধ করার জন্য কী করা উচিত?

জেনে রাখো

নিয়ন্ত্রণ	–	কাবু রাখা
উচ্চ গ্রামে	–	উঁচু আওয়াজে
অতিরিক্ত	–	বাড়তি
মুহূর্ত	–	অল্পসময়
সংক্রামক	–	ছোঁয়াচে
আবর্জনা	–	ময়লা জঞ্জাল
পদ্ধতি	–	উপায়

পাঠবোধ

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

1. কী কী কারণে বায়ু দূষিত হয়?
2. ঝাড়ুদার পাখি বলতে কাদের বোঝায়?
3. পরিবেশ পরিষ্কার রাখে এমন পাঁচটি পশু-পাখির নাম লেখো।
4. বর্ষার সময় জল ফুটিয়ে পান করা উচিত। কেন?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

5. আমাদের পরিবেশে বায়ু ছাড়া আর কী কী দূষিত হচ্ছে এবং কীভাবে লেখো।
6. পটকা, দোদমা প্রভৃতি বাজির ব্যবহার কমানো এবং উঁচু আওয়াজের মাইক বাজানো বন্ধ করলে আমাদের কী লাভ হবে?
7. পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য বর্তমান সরকার কী কী ব্যবস্থা করেছেন?
8. বাড়িতে বাগান না থাকলে বাগানের অভাব কিভাবে পূরণ করা যায়?
9. যে পুকুরের জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হয় সেই জল যাতে দূষিত না হয় তার জন্য কী কী করা উচিত?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচে 'মান' আর 'পানা' শব্দ যুক্ত কয়েকটি বাক্যাংশ দেওয়া রয়েছে, এবার এগুলিকে পুরো বাক্যে পরিণত করো

    ক. ভাসমান :..

    খ. মানকচু : ....

    গ. মানসম্মান :..

    ঘ. পরিমাণ :..

    ঙ. কচুরি পানা : ....

    চ. বেলের পানা : ....

    ছ. চাঁদপানা মুখ : ....

2. শূন্য স্থানে ঠিক অক্ষরটি বসিয়ে শব্দ লেখো–

    (ক্ত, শ, ন্ট, জ, ক, ক্সি, ং, ষ্কা, ই)

পরিবে......।	অতিরি....।
ব্লীচি....।	ধূলি.....ণা।
অ.....জেন।	সিমে....।
অক্সা....ড।	জীব......ন্তু।
পরি..... র।	

3. নিচের শব্দগুলিকে আলাদা করে লেখো –

টিউবওয়েল	জীবজন্তু
আলোবাতাস	আশেপাশে
কীটনাশক	কচুরিপানা
গৃহপালিত	নদীনালা
পোকামাকড়	ঘনবসতি

4. ঠিক বানানে (✓) চিহ্ন দাও –

সূক্ষ্ম/সুক্ষ্ম	কিটনাশক/কীটনাশক
পরিবেস/পরিবেশ	ধ্বংশ/ধ্বংস

5. তোমরা আগের পাঠে নাম বোঝালে যে বিশেষ্য হয়, তা জেনেছ। বিশেষ্য অর্থাৎ নাম পদটির দোষ, গুণ, সংখ্যা ইত্যাদি যে পদের দ্বারা জানা যায়,তাকে বিশেষণ বলে, তা জেনে রাখো। নিচে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হলো, সেগুলির কোন্‌টি বিশেষ্য আর কোনটি বিশেষণ তা লেখো–

গাছ	মানুষ
গোরু	পাখি
দূষিত	পরিষ্কৃত
জলীয়	রাসায়নিক
ঝাড়ুদার	ব্যবহৃত

6. নিজের বাসস্থানের ও স্কুলের আশপাশের জায়গা কিভাবে পরিষ্কার রাখবে, সে বিষয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।